ইসলাম কিউ এ ফতোয়া সমগ্র

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইসলামী আইন ও এর মূলনীতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

একটা কসাইখানাতে বেশ কিছু শ্রমিক কাজ করে। তাদের মধ্যে কিছু লোক নামায পড়ে না। আর কিছু লোক নামায পড়ে। এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ইসলামকে গালিগালাজ করে। এই ব্যক্তিদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া কি জায়েয হবে?

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এই কসাইখানার শ্রমিকদের মধ্যে যারা ইসলামকে গালিগালাজ করে তাদেরকে এই চাকুরীতে বহাল রাখার অনুমোদন নেই; যদিও তারা নামায পড়ুক না কেন? কারণ ইসলামকে গালি দেয়া ঈমান-হরণকারী কুফরি। এছাড়া যারা নামাযকে অস্বীকার করে নামায পড়ে না অথবা অব্যাহতভাবে নামায ত্যাগ করে চলে অথবা নিজের ঘরেও নামায পড়ে না তাদেরকে এখানে বহাল রাখা যাবে না; এদের যবেহ করা মাংস খাওয়া যাবে না; যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করুক না কেন অথবা যবেহের সময় বিসমিল্লাহ পড়ুক না কেন। আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে- এদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া। যদি তারা কোন ইসলামি রাষ্ট্রে কর্মরত হয়ে থাকেন তাহলে তাদের উপর শরয়ি বিধান কার্যকর করা। আর যদি তাদেরকে এ চাকুরী হতে হটানো না যায় তাহলে এদের যবেহকৃত মাংস খাওয়া হতে মুসলমানদেরকে সাবধান করা।

আল-লুলু আল-মাকিন মিন ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে জিবরীন, পৃষ্ঠা- ৫৫

ফুটনোট

http://islamqa.info/bn/1553

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2343

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন